যুগান্তর

FEB. 1 1 2002

শেখ হাসিনা তালেবান প্রসঙ্গে অবাঞ্ছিত কথা বলেছেন — শিক্ষামন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেছেন, বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তালেবান প্রসঙ্গে আমেরিকায় গিয়ে যা বলে এসেছেন তা অত্যন্ত অবাঞ্ছিত। দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কেউ চরমপন্থী বা মৌলবাদী বলতে পারে না। বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত উদারনীতিক সহনশীল মুসলিম দেশ। কিন্তু যারা বিদেশের মাটিতে বসে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার মতো কথা বলেন, তারা দেশের বন্ধু নন। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি বলেন, দেশে সংখ্যালঘুদের

তালেবান : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৭

তালেবান : শিক্ষামন্ত্রী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ক্ষেত্রে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। সেসব ঘটনাকে পুঁজি করে একটি মহল দেশের সুনাম ক্ষুণ্ন করতে চায়।

রোববার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আদর্শ শিক্ষক পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার বিগত সরকারের মতো ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা চাপিয়ে দেবে না। ইসলাম অন্য ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ করে না। তিনি বলেন, দেশে একটি আন্তর্জাতিক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, চট্টগ্রামের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি আবু বকর রফিক আহমেদ, অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি প্রফেসর এম শরিফুল ইসলাম, অধ্যক্ষ প্রফেসর শহিদুল ইসলাম, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটির অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবদুর রব, বিশিষ্ট আলেম এটিএম মাসুম প্রমুখ।

ড. ওসমান ফারুক বলেন, দেশের ভিন্ন ভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কোন সমন্বয় নেই। কিন্ডারগার্টেনগুলো সম্পূর্ণরূপে রেজিস্ট্রেশনের বাইরে রয়েছে। তাদের পাঠ্যপুস্তক ও কারিকুলাম ইত্যাদি সরকারের কাছ থেকে মঞ্জুর করিয়ে নিতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। এজন্য একটি কমিটি করা হয়েছে। কমিটি সবকিছু খতিয়ে দেখে সংস্কারের সুপারিশ করবে। তিনি বলেন, কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। ওটা আর বাতিলের প্রয়োজন নেই।

আলী আহসান মুজাহিদ বলেন, মানুষ গড়ার কারিগরদের কাছে সরকার গঠনমূলক ও কার্যকর ভূমিকা আশা করে। শিক্ষকদের দাবিদাওয়া পূরণ করতে হলে তাদের নিজেদের গুণগত মান আগে বাড়াতে হবে এবং দেশের সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাদের দাবিদাওয়া উত্থাপন করতে হবে।

সভায় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে একটি [illegible] পেশ করা হয়। এতে ২০০০ [illegible] শিক্ষানীতি বাতিল করে দেশের [illegible] চিন্তাবিদ ও ওলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন, বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারি অংশ ৯০ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ১০০ ভাগ করা, শিক্ষার সকল পর্যায়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, বেসরকারি শিক্ষকদের অবসর ভাতা প্রদানসহ ২৪ দফা দাবিনামা পেশ করা হয়।